দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 30 NOV 2017
পৃঃ ...... কলাম ......

সেকায়েপ শিক্ষকদের দৈন্যদশা

গত চারমাস যাবৎ বন্ধ হয়ে আছে মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রকল্প-সেকায়েপ (সেকেন্ডারী এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড একসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট)-এর অতিরিক্ত শ্রেণি শিক্ষকদের (এসিটি) বেতন-ভাতা। ফলে উক্ত শিক্ষকরা এ কয়েকমাস ধরে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে সারা দেশের নির্ধারিত ২ হাজার স্কুল ও মাদ্রাসায় প্রায় ৬ হাজার অতিরিক্ত শ্রেণি শিক্ষককে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু নিয়োগ পাবার পর থেকেই এই শিক্ষকরা বেতন সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছেন। চলতি বছরের জুলাই মাসের অর্ধেক বেতন আগস্ট মাসের শেষে পাওয়ার পর থেকে তাদের বেতন বন্ধ রয়েছে। এমনকি জুলাই ও আগস্ট মাসে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা আজ পর্যন্ত কোন বেতনের মুখ দেখেনি। এদিকে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। মেয়াদ শেষে এসিটি শিক্ষকরা থাকছেন কী না তাও স্পষ্ট নয়। সেকায়েপ অফিসে বারবার যোগাযোগ করেও এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত জানা যায়নি। অন্যদিকে ঠিকমতো বেতন না পাওয়ার দরুণ অনেক শিক্ষক চাকরি ছেড়ে দেওয়ার চিন্তা করছেন। পাশাপাশি অর্থকষ্টে শিক্ষকদের যাপিত জীবনের দৈন্যদশার বিরূপ প্রভাবও যথাযথ পাঠদানে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে এই সমস্যার সমাধান করুন। এতে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যও পূরণ হবে উপরন্তু দূর হবে শিক্ষকদের দৈন্যতাও।

মো. রেজাউল হক
অতিরিক্ত শ্রেণি শিক্ষক (এসিটি), আত্রাই পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, আত্রাই, নওগাঁ